বাংলার ছোটগল্প

চতুর্থ খণ্ড

বাংলার ছোটগল্প

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

BANGLAR CHHOTO GALPA [DELUXE EDITION]
Collection of Bengali Short Stories
Edited by Dr. Bijit Ghosh

First Deluxe Edition
January 2026

Price Rs. 1250/-

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ

ISBN 978-81-7332-294-5

দাম : ১২৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabook@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সূচিপত্র

ভগীরথ মিশ্র	রাবণ	২১৫
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	ফড়িঙ হইল পক্ষী	২৩০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যাঙ্কোর চেয়ার	২৩৯
গৌর বৈরাগী	স্মরণ সভার তারিখ	২৪৪
সিদ্ধার্থ ঘোষ	জনক	২৪৮
স্বর্ণ মিত্র	প্রসব	২৫৮
শংকর বসু	অকাল বোধন	২৬২
শংকর দাশগুপ্ত	আগুনের ছবি	২৬৮
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়	কাপড়ের ব্যাগ	২৭৫
মনোজ দাস	মুখোমুখি	২৭৭
জয়ন্ত জোয়ারদার	জন্মান্তর	২৮৪
নবারুণ ভট্টাচার্য	কাকতাড়ুয়া	২৮৭
দীপঙ্কর দাস	দাঙ্গার দিকে	১১
হুমায়ূন আহমেদ	উনিশ শ' একাত্তর	১৯
দুলাল ঘোষ	আঁতুড়	২৪
বিপুল দাস	বুল্টির নীল ফ্রক	
শিবতোষ ঘোষ	প্রেম	৩৯
নবকুমার বসু	কণ্ঠস্বর	৪৭
শচীন দাশ	জীবনে প্রবেশ	৫৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্য	তত্ত্বতালাশ	৫৯
জয়া মিত্র	নদীর নাম বহতা	৬৮
দেবব্রত দেব	বিষকরবী কথা	৮৯
সুব্রত মুখোপাধ্যায়	মৌ	১০০
রাধানাথ মণ্ডল	মহিমের একদিন	১১০
অসীম ত্রিবেদী	বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা	১২৯
অমর মিত্র	সাঁকোর দুই পার	১৩৬
স্বপময় চক্রবর্তী	মানুষ কিম্বা কোলবালিশ	১৪৪
মানব চক্রবর্তী	আকরিক	১৫৫
বীরেন শাসমল	তিতির	১৮১

নলিনী বেরা	বৈকুণ্ঠপুর	১৯২
আবুল বাশার	মাঠ খসড়া	১৯৮
কঙ্কাবতী দত্ত	সুসময়	২০৮
সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়	সরোজিনী	২১৮
সুদর্শন সেনশর্মা	আগুনের ছবি	২২৭
মধুময় পাল	একদিন কৃষ্ণকলি	
সুতপন চট্টোপাধ্যায়	দহন	২৩৪
কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়	অথচ জলোচ্ছ্বাস	২৩৯
শ্যামল মজুমদার	তিরিশ ঘণ্টা	২৫৩
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঘরে কেউ নেই	
শৈলেন চৌধুরী	পদযাত্রা	২৬০
বিজলী ঘোষ	ভার	
সোমক দাস	অবিশ্বাস	২৬৮
সনৎ বসু	অবরোহী	২৭৭
কিন্নর রায়	বিবাহবার্ষিকীর চল্লিশতম দিনটি	২৮৫
সুদেব সুন্দর মুখোপাধ্যায়	সহজপাঠ	২৯১
অশোককুমার কুণ্ডু	সুখের মরা	৩০১
ঋতুপর্ণ বিশ্বাস	তারামাস্টারের মা	৩১২
নজরুল ইসলাম	জাঁতাকল	৩১৯
মঞ্জু সরকার	দলছুট	৩২৭
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বদেশকথা	৩৩৪
মোহিত রায়	বিমলবাবুর পরিবেশ সমস্যা	৩৩৮
সৈকত রক্ষিত	কসাই	৩৪৬
কুণালকিশোর ঘোষ	কৃষ্ণযাত্রা	
কৃষ্ণেন্দু পালিত	গর্ভজীবন	
কালিদাস ভদ্র	অলীক সহবাস	
তাপস দাস	পরিচয়	
মীনাক্ষী সেন	এক যে ছিল মেয়ে	
জয় গোস্বামী	ঘাসফুলের কবি	
অনিল ঘোষ	ধর্মযুদ্ধ	
অশোক মুখোপাধ্যায়	অবস্থান	
তরুণ তপন বিশ্বাস	মোমবাতির মা ও জীবন-শিউলি গাছ	
সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নিয়মনিষ্ঠ হালদার	
হর্ষ দত্ত	কামাদি কুসুম সকলে	১১
ইমদাদুল হক মিলন	থুতু ছিটাবার পর	১৯
স্বপন সেন	সম্ভবত অন্ধ বলেই	২৯

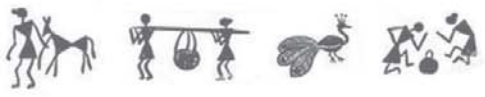

কামাল হোসেন	উপকথার জন্মবৃত্তান্ত	৩৩
দেবর্ষি সারগী	নীল প্রজাপতি	৩৯
স্বপ্না গুপ্ত	নিছক প্রেমের গল্প	৪৪
গৌতম ঘোষ দস্তিদার	অলীক টেলিফোন	৪৮
মানস সিকদার	অপেক্ষায় থাকি	
অনিতা অগিহোত্রী	একটি গাছের জন্ম	৭৫
অমিতাভ সমাজপতি	বেবেতো	
চিত্রালী ভট্টাচার্য	কাদায় গাঁথা রথ	
সমীর চৌধুরী	গুটেনবার্গের সৈন্য	৮১
বিমল গঙ্গোপাধ্যায়	উপকথা	৯৩
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	সুখ	৯৮
উৎপলেন্দু মণ্ডল	অন্ধকারের নান্দীপাঠ	১০২
মুর্শিদ এ. এম	কোপ	১০৯
অনিল ঘড়াই	লাশ খালাস	১১৪
অথেনা মজুমদার	পিত্রালয় যাত্রা	
চিরঞ্জয় চক্রবর্তী	ছোটকাকা	
ঘনশ্যাম চৌধুরী	একটি মৃত্যুর জন্য	১২২
মহীবুল আজিজ	মৎস্যপুরাণ	১২৮
সুদর্শন নন্দী	বীরপুরুষ	১৪০
উমা বন্দ্যোপাধ্যায়	অবিকল্প	১৪৪
জাহান আরা সিদ্দিকী	চক্রবন্দি	
অভিজিৎ তরফদার	বিচিত্রবীর্য	১৫০
কৃষ্ণা রায়	মানবী	
বিনতা রায়চৌধুরী	গ্রসন	১৫৫
সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত	তৃতীয় নয়ন	১৬১
শুভমানস ঘোষ	রাস্তায় লাশ	১৬৭
অবীর কর	চেতনা	
আফসার আমেদ	সমুদ্রের নিলয়	১৭৫
আনসারউদ্দিন	নেনিনের মা	১৮৫
অমৃতেন্দু মন্ডল	না-শহিদের গল্প	১৯২
লীনা চাকী	নির্জনে এক নদী	
মনিরা কায়েস	লুপ্তবসন্তের প্রত্নস্বপ্ন	
রাধাপ্রসাদ ঘোষাল	পৃথিবী	২০১
গৌতম সেনগুপ্ত	ও খোলা হাওয়া	
দেবব্রত চৌধুরি	আব্বাজানের হাড়	

রাবণ
ভগীরথ মিশ্র

গত রাতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

আমার খেজুর গুড়ের মহালে প্রহরাজ বেজ খুন হয়ে গিয়েছে। সে বড় মর্ম—বিদারক মরণ পরম শত্রুর মরণও যেন এমন না হয়।

আমি ভোরে উঠে নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করছিলাম। ক্ষুদিরাম সিং— আমার গুড়ের মহালের মাইন্দার এসে খবরটা দিল। ওহলরক—যন্তন্না সইতে সইতে মরেছে গো লোকটা লাখো লাখো বিষপিঁপড়া উয়ার সর্বাঙ্গ কুরে কুরে ছাঁছরা করে দিয়েছে। চোখ দুটা বেমালুম নাই।

চোর—ডাকাতের দৌরাত্ম্যটা দিনকতক বেড়েছে এ তল্লাটে। এখন মহালে গুড় বানানো চলছে। গুড়, লবাত...। সেই আশ্বিনের শেষ থেকে গাছ কামানো, হাঁড়ি টাঙানো শুরু হয়েছে। এখন পৌষেও চলছে। মাঘ মাসের মাছামাছি তক চলবে। ইজারাবন্দী খেজুর গাছে গাছে খিল গোঁজা রয়েছে। গুঁজি ছুলছে। আমার মহালে রোজ দু'শো গাছের রস আসে। দু'শো গুঁজি। অর্থাৎ প্রায় একশ কেজি মত রস। তা থেকে গুড় পাচ্ছি অবশ্যি রোজ এক কুইণ্টালের থেকে কিছু কম। পাইকাররা আসছে বাঁকুড়া, তালডাংরা, সিমলাপাল থেকে। দরদাম করছে। কিনে নিচ্ছে গুড়। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সে গুড় চলে যাচ্ছে দূরে—দূরান্তে। কাঁচা টাকা কিছু—না—কিছু রোজ ঢুকছে মহালে। রাতের জাগুয়া আছে সব মহালেই। যেমন আমার ছিল প্রহরাজ বেজ। তবুও, গুড়ের গন্ধে যেমন পিঁপড়া আসে, গুয়ের গন্ধে মাছি, ঠিক তেমনি, রাতের আঁধারে মহালে হানা দেয় রাত—কুটুমের দল। সুলুকসন্ধান খোঁজে। সুযোগমত লুটেপুটে নিয়ে যায়। সিমলাপাল থানা থেকে 'পুলুশ' আসে। লাঠিধারী 'কনিষ্ঠবল'। তারা চোর ধরতে আসে না। আসে মাল—টাল খেতে। তা দিই, মহাল—মালিকেরা যুক্তি বুদ্ধি করে দু'এক পাঁইট রাখি মহালে। লচেৎ উহারা আইবেক ক্যানে শুধুমুদু অতখানি পথ ঠেঙিয়ে ঠাকুরদ্যাবা হেন চিজ, উঁয়ারাও শুধুমুদু আসেন না। দস্তুর মতো 'পাঁঠা দুবো, পূজা দুবো' বলে ডাকতে লাগে। আর ইয়ারা তো লেহাৎই মনিষ্যি। তায় আবার পুলুশ। তবু উয়ারা রাতেভিতে মহালে মহালে পা'র ধূলাটা দেয় বলেই টুকচান বাঁচোয়া। রাতের কুটুমরা ভেবেচিন্তে হানা দেয়।

ক্ষুদিরাম সিং দু'চোখ কপালে তুলে বলে যাচ্ছিল প্রহরাজ বেজের নরক যন্ত্রণার কাহিনী। সম্পূর্ণ ন্যাংটো মানুষটা রাতভর লাখে লাখে বিষপিঁপড়ার খাদ্য হয়ে মরেছে।

বললাম, 'বলু কি রে? চোখ দু'টা এক্কেরে নাই?'

'লয় আইজ্ঞা।' ক্ষুদিরাম সিং ভয়ে রক্তশূন্য, 'চোখের থানে একজোড়া বিশাল গভর। উহার মধ্যে কালো রক্তের ঢেলা। তা বাদে লিঙ্গ, এ্যাঁড়কুষায়ও শতেক ছিদ্র করে সুড়ুং বাইনেছে বিষপিঁপড়ার দল। 'থাম্রে। শুইন্তে লারি।' ক্ষুদিরাম সিংকে ধমকে থামিয়ে দিই, 'যা, প্রহরাজের বউকে খবরটা দে। আর গুলু মাছিকে বল সিমলাপাল থানায় একটা খবর দিক। আর মাচাতোড়া পঞ্চাৎ অফিসে।'

ক্ষুদিরাম সিং চলে যায়। আমি চুপটি মেরে বসে থাকি। মনশ্চক্ষে দেখতে থাকি হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা। সারা শরীর সহসা কেমন গুলিয়ে ওঠে আমার। এহবড় বিদগুটে এই মরণটা। দুনিয়ার কোনও কষ্টের সাথেই বোধ লেয় তুলনা চলে না এমন মৃত্যুর। চোরেরা বিরক্ত হয়ে মাছে মধ্যে বেয়াড়া জাগুয়াদের সাজাটাজা দেয় বটে। বছরটাক আগে মাচাতোড়ার শম্ভু গুচ্ছাতের মহালের জাগুয়াটির ঠোঁটের ধার থেকে গাল অবধি ছুরি দিয়ে ফালা করে দিয়েছিল। রাতভর 'হো—হো—খবরদার'— বলে চিল্লানোর সাজা। মরেনি। তবে বঠ্ং দিগ্দারি পেয়েছিল লোকটা। প্রহরাজের কষ্টের সাথে অবশ্যি তার তুলনা হয় না। এমন কি সতীকান্ত সিংহবাবুর মরণটাও এর তুলনায় নগণ্য। সতীকান্ত সিংহবাবু। জিরাবাইদ গাঁয়ের সেই প্রতাপশালী মনিষ্যিটির মরণও আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন ওর নব্বুইয়ের ওধারে উমর। অঙ্গের